দৈনিক বাংলা

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 14 FEB 1987
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১
CC4

জন্মশাসনে বর্তমান সরকারের সাফল্যের প্রশংসা

এরশাদ জাতিসংঘের পুরস্কার পেলেন

সতর সদস্য বিশিষ্ট জাতিসংঘ জনসংখ্যা পুরস্কার কমিটির এক সভায় প্রেসিডেন্ট এরশাদকে ১৯৮৭ সালের জাতিসংঘ জনসংখ্যা পুরস্কার দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়

প্রেসিডেন্ট এইচ এম এরশাদ ১৯৮৭ সালের জাতিসংঘ জনসংখ্যা পুরস্কারের জন্যে মনোনীত হয়েছেন।

বাসসর খবরে প্রকাশ, বৃহস্পতিবার ১৭ সদস্যের জাতিসংঘ পুরস্কার কমিটির বৈঠকে ১৯ জন নমিনির মধ্য থেকে তাকে এই পুরস্কার দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কমিটিতে জাতিসংঘ মহাসচিবও রয়েছেন।

রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানদের মধ্যে আর শুধু ভারতের নিহত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ১৯৮৩ সালে এই পুরস্কার পেয়েছিলেন।

বাংলাদেশের এক নম্বর জাতীয় সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণে আনতে প্রেসিডেন্ট এরশাদের ব্যক্তিগত অঙ্গীকার এবং তাতে সক্রিয়ভাবে সংশ্লিষ্ট থাকার জন্য তাকে এই পুরস্কার দেয়া হয়। জাতীয় জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ পরিষদের চেয়ারম্যান হিসাবে প্রেসিডেন্ট এরশাদ নিজে জাতীয় পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী পরিচালনা করছেন। তিনি ঘোষণা করেছেন যে পরিবার পরিকল্পনা কর্মী ও জনসাধারণকে পরিবার পরিকল্পনার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করার জন্য প্রতি বছর ২রা জানুয়ারী সারা দেশে 'জনসংখ্যা দিবস' পালিত হবে।

প্রেসিডেন্ট এরশাদের শাসনা-

(শেষ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

পুরস্কার পেলেন

(প্রথম পৃঃ পর)

মলে জনস্ফীতির হার শতকরা ৩ দশমিক ২ ভাগ থেকে শতকরা ২ দশমিক ৪ ভাগে হ্রাস পেয়েছে। জনসংখ্যা পুরস্কার কমিটির সদস্যরা এটাকে তাৎপর্যপূর্ণ সাফল্য বলে প্রশংসা করেন।

১৯৮১ সালে সাধারণ পরিষদে বাংলাদেশ জাতিসংঘ জনসংখ্যা পুরস্কার প্রবর্তনের প্রস্তাব পেশ করে। ১৯৮৩ সালে পুরস্কার কমিটি গঠিত হলে বাংলাদেশ কমিটির প্রথম চেয়ারম্যানও মনোনীত হয়। বাংলাদেশ উপর্যুপরি ১৯৮৪ ও ৮৫ সালের জন্যও কমিটির চেয়ারম্যান পুনর্নির্বাচিত হয়। সাধারণ পরিষদের প্রবর্তিত এটাই জাতিসংঘের একমাত্র নিয়মিত পুরস্কার।